এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পটভূমিঃ

অতি প্রাচীন পলিমাটি বিস্তৃত বরেন্দ্র ভূমির উৎপত্তি প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে। পূর্বে আত্রাই, তিস্তা ও করোতোয়ার পলি অঞ্চল আর পশ্চিমে পূণর্ভবা, মহানন্দা ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের নুন্যতম সাড়ে আট হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বরেন্দ্র ভূমির বিস্তৃতি। এলাকা ভিত্তিক বললে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং নাটোরসহ বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংশ এলাকা এবং ভারতের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার অধিকাংশ এলাকা নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশে এর আয়তন প্রায় ৮৭২০ বর্গ কি.মি.।

১৯৮৫ সালের পূর্বে উত্তর অঞ্চলের এই বরেন্দ্র এলাকা ছিল লাল কংকরময় মাটির উঁচু নীচু টিলা, ছায়াহীন এক রুক্ষ প্রান্তর। ছিল রোদে পোড়া বিরান ফসলের মাঠ। দেখা যেত দূরে দুরে তালগাছ এবং মাঝে মাঝে বাবলা আর ক্যাকটাসের বেড়া। এই হলো আমাদের বরেন্দ্র ভূমি। তবে ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় প্রাচীনকালে বরেন্দ্র ভূমির চিত্র ভিন্ন ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে শুরু করে বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টির প্রসারকালে এ অঞ্চল কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশও সে সময় বেশ চমৎকার ছিল। নেলসনের (১৯২৩) মতে বরেন্দ্র অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উইলিয়াম হান্টারের (১৮৭৬) বর্ণনা মতে বাংলার প্রায় সব ধরণের গাছই এ অঞ্চলে পাওয়া যেত। আম, জাম, তেঁতুল, তাল, খেজুর, বট, পাইকড়, শিমুল, বাবলা, বরই, বাঁশ, বেতসহ অসংখ্য লতা গুল্মের প্রাচুর্য ছিল এ বরেন্দ্র ভূমিতে। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলের সময় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি জমির সম্প্রসারণ, বসতবাড়ী স্থাপন, শিল্পে কাঁচামালের যোগান, আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার, রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের কারণে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়েছে এ এলাকার বনভূমি। মূলত ঐ সময় থেকেই এ অঞ্চলে মরূকরণ প্রক্রিয়ার শুরু হয়।

পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়। দেশের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত যেখানে ২৫০০ মি.মি. সেখানে এ অঞ্চলে তা ১৪০০ মি.মি. এর বেশী নয়। ভাটির দেশ হওয়ায় উজানের দেশ থেকে নেমে আসা প্রায় সকল নদীতে বাঁধ নির্মাণ করায় অধিকাংশ নদীই (মহানন্দা, আত্রাই, পূর্ণভবা, শিব, পাগলা, করোতোয়া, তিস্তা) শুকনো মৌসুমে প্রায়ই শুকিয়ে যায়। এছাড়াও নদী বা খালে পানির প্রবাহ না থাকায় এবং কমে যাওয়ায় পলি জমে অধিকাংশ নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে পর্যাপ্ত পানি ধারণ ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। ফলে এ অঞ্চলে ভূ-পরিস্থ পানির উৎসও খুবই অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের জমিগুলো ছিল তাই বৃষ্টি নির্ভর একফসলী। যথা সময়ে বৃষ্টিপাত না হলে একটি ফসল উৎপাদনও ব্যহত হতো। বৃষ্টি নির্ভর বোনা আমন ফসলের পর বছরের বাকী সময় জমিগুলো গোচারণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। দীর্ঘ কাদাস্তর ভেদ করে মাটির গভীর থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলনও সহজ ছিল না। তাই সেচ কার্যক্রমতো দুরের কথা এলাকাবাসী খাবার পানিসহ গৃহস্থালীর নানা কাজে পুকুর, খাল বিলের পানি ব্যবহার করতো। ঠিকভাবে ফসল উৎপাদন না হওয়ায় এ এলাকার জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাই কাজের সন্ধানে/অন্বেশ্বণে এখানকার জনসাধারণ নিয়মিত অন্যত্র গমন করতো।

মাটির গঠন এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের স্বল্পতার কারণে এ অঞ্চলে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। সে প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে এ অঞ্চলের তৎকালীন বিএডিসি'র প্রকৌশলীগণ এক বিশেষ ধরণের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এর আওতায় বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BIADP) এর মাধ্যমে এ অঞ্চলে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ১৫ টি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুকুর-খাল খননের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করা, বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে মরু প্রক্রিয়া রোধ করা এবং উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করা ও যাতায়াতের জন্য ফিডার রোড নির্মাণ করা ছিল এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ ও উদ্দেশ্য। সময়ের স্বলপতা, অর্থায়নের প্রতিকুলতাসহ নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু অল্প সংখ্যক হলেও উল্লেখিত কার্যক্রম সমূহ এ এলাকার মানুষের মনে বিরাট আশার আলো জাগায়। বরেন্দ্র এলাকার বিরান ভূমিতে সোনালী ফসলের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পরবর্তীতে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকার উন্নয়নের জন্য ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সকল (২৫টি) উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। নিম্ন লিখিত বোর্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা হতোঃ

ক) রাজশাহী বিভাগের কমিশনার, পদাধিকার বলে, যিনি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানও হইবেন; (ভিন্ন চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত)
খ) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক পদাধিকার বলে;
গ) কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য:
ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারী সদস্য
ঙ) ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পদাধিকার বলে;
চ) বরেন্দ্র প্রকল্প এলাকা যে সকল জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক আওতাধীনে অবস্থিত সে সকল জেলা প্রশাসক, পদাধিকার বলে।
এছাড়া বরেন্দ্র প্রকল্প এলাকা যে সকল সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সেসকল মাননীয় সংসদ সদস্য পদাধিকার বলে কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা ছিলেন।

বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বরেন্দ্র এলাকার কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের উন্নয়নসহ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এখন আর জনসাধারণকে কাজের সন্ধানে অন্যত্র গমন করতে হয়না।

বিএমডিএ'র কার্যক্রমের সাফল্যের কারণে পরবর্তীতে (২০০৩ সালে) ''উত্তর বাংলাদেশ গভীর নলকূপ প্রকল্প'' এর আওতায় স্থাপিত পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ গ্রহন ও সচলকরণের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় বিএমডিএ এর কার্যত্রম সম্প্রসারিত হয়। সাফল্যের ধরাবাহিকতায় পরবর্তীতে/২০০৪ সাল থেকে বিএডিসি'র অচালূ গভীর নলকূপ গ্রহণ ও সচলকরণের মধ্যে দিয়ে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলাতেই কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

কর্তৃপক্ষের ***রূপকল্প (***Vision) :
বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

কর্তৃপক্ষের ***অভিলক্ষ্য (***Mission) :
সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

কর্তৃপক্ষের ***লক্ষ্যঃ***
১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভান্ডারে রুপান্তর।
২) মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবংসম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।
৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

কর্তৃপক্ষের ***উদ্দেশ্যঃ***
১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
২) কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
৩) পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
৪) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ;
৫) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

বর্তমানে ২০১৮ সালে জারীকৃত "বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৮" এর মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি (সকল) জেলাকেই বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে চেয়ারম্যান ও মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে সদস্য-সচিব করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বিএমডিএ'র পরিচালনা বোর্ড

১।	চেয়ারম্যান (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)	চেয়ারম্যান
২।	মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (অনূন্য উপসচিব মর্যাদা)	সদস্য
৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (অনূন্য উপসচিব মর্যাদা)	সদস্য
৪।	মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (অনূন্য উপসচিব মর্যাদা)	সদস্য
৫।	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (অনূন্য উপসচিব মর্যাদা)	সদস্য
৬।	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের একজন করে জেলা প্রশাসক	সদস্য
৭।	রাজশাহী ও রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি কর্তৃক মনোনীত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের একজন করে পুলিশ সুপার	সদস্য
৮।	বিএমডিএ'র জ্যেষ্ঠতম প্রকৌশলী	সদস্য
৯।	সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ৩ জন প্রতিনিধি, যাদের মধ্যে একজন মহিলা হইবেন	সদস্য
১০।	নির্বাহী পরিচালক, বিএমডিএ	সদস্য সচিব

এছাড়াও আইন মোতাবেক মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে সভাপতি করে প্রতিমন্ত্রী, বরেন্দ্র এলাকার সকল সংসদ সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিএআরসি'র চেয়ারম্যান, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী প্রধানগণ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে।

বিএমডিএ'র উপদেষ্টা পরিষদ

১।	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় (যদি থাকেন)	সহ সভাপতি
৩।	বরেন্দ্র এলাকাধীন সকল সংসদ সদস্য	সদস্য
৪।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; সচিব, অর্থ বিভাগ; সচিব, পনি সম্পদ মন্ত্রণালয়; সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সচিব, মৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান, বিএমডিএ	সদস্য
৭।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	সদস্য
৮।	বিভাগী কমিশনার, রাজশাহী ও রংপুর	সদস্য
৯।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া এবং মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক	সদস্য
১০।	নির্বাহী পরিচালক, বিএমডিএ	সদস্য সচিব

কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএমডিএ বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান করে খাদ্যেৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরনে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাতে সহায়তা করছে। এক সময়ের ঠাঁঠাঁ, মরুময় বরেন্দ্র অঞ্চল বিএমডিএ'র গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে আজ সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যমলায় পরিণত হয়েছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমানে অত্র অঞ্চলে যে ফসল উৎপন্ন হয় যা উত্তরাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পুরণের পাশাপাশি সারা বাংলাদেশের চাহিদা পুরণ করে থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। অর্থাৎ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিএমডিএ'ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্জন :

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অর্জন
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৫৮০৯ টি
২	সেচের পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	১৩৯৩১.৩৫ কি.মি.
৩	এলএলপি স্থাপন (সোলার+বৈদ্যুতিক)	৬৯৬টি
৪	সৌরশক্তিচালিত এল এল পি	২৩৯টি
৫	খাস মজা খাল পুনঃ খনন	২২০১ কি.মি.
৬	ক্রসড্যাম নির্মাণ	৭৪৯টি
৭	নদীতে পল্টুন স্থাপন	১১টি
৮	খাস মজা পুকুর পুনঃ খনন	৩৭১২টি
৯	জলাবদ্ধতা নিরসন	১১২৩২ হেক্টর
১০	সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	৬০৭টি
১১	সংযোগ রাস্তা নির্মাণ	১১৪৪ কি.মি.
১২	খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১৫৭৯ টি, উপকৃত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ
১৩	বনায়ন	২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৮ হাজারটি বৃক্ষ
১৪	বীজ উৎপাদন	৬০০ মেঃ টন (প্রতি বছর)
১৫	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৫২৮৭৭ জন
১৬	সেচযন্ত্র ব্যবহার (২০২১-২২)	গভীর নলকূপ ১৫৪৯৬ টি ও এল এল পি ৬০৭ টি
১৭	সেচকৃত এলাকা (২০২১-২২)	আবাদযোগ্য জমি ২৬,৫১,০৬৯ হেক্টর এবং সেচকৃত জমি ২৩,৭৫,৯২৩ হেক্টর (আবাদযোগ্য জমির ৮৯.৬২%)। এর মধ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকৃত জমি প্রায় ৫.৩২৮ লক্ষ হেক্টর।
১৮	ফসলের নিবিড়তা (%)	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ১১৭ এবং বর্তমানে ২৪০
১৯	উপকৃত কৃষক পরিবার	প্রায় ৯.৮৯ লক্ষ

গভীর নলকূপ স্থাপন ও সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

খরা প্রবন বরেন্দ্র এলাকায় পানির অভাবে যখন ফসল উৎপাদন অসম্ভব ছিল তখন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ এলাকায় প্রথম সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে স্থাপিত গভীর নলকূপগুলো ডিজেলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। পরবর্তীতে জমিতে নিরোবিচ্ছিন্ন সেচ প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত সকল গভীর নলকূপগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। বর্তমানে স্থাপিত সকল গভীর নলকূপগুলো বিদ্যুতের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া সেচ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে খাল, দীঘি, বিল ও পুকুর এবং নদীর পাড়ে মোট ৬৯৬টি এলএলপি (লো লিফট পাম্প) স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জুন, ২০২২ এ মোট ১৫৪৯৬টি গভীর নলকূপ ও ৬০৭টি এলএলপি (সর্বমোট ১৬১০৩টি সেচযন্ত্র) ব্যবহার করে প্রায় ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শত হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে।

সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিএমডিএ এর অহংকার। এই পদ্ধতি শুধু বাংলাদেশেই নয় এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশেও একটা মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিএমডিএ কর্তৃক প্রথমে চুক্তিভিত্তিতে গভীর নলকূপগুলো পরিচালনা করা হতো। পরবর্তীতে কুপন পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেখানে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ৭৫ টাকা, ৯০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকা মূল্যের কূপন ব্যবহার হতো। কূপনগুলো দেশের বিজি প্রেসে একটি বিশেষ ধরণের কাগজে ছাপানো হতো। কূপন পদ্ধতিতে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং সময়ের দাবীতে ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রি-পেইড মিটারিং প্রথা চালু করা হয়। প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতিতে পাম্পঘরে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়। কৃষক তার কার্ডে পরিমানমত টাকা রিচার্জ করে পাম্পঘরে প্রি-পেইড মিটারে প্রবেশ করিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার প্রয়োজনমত জমিতে সেচ গ্রহণ করে। সেচ গ্রহণ শেষ হলে কৃষক মিটার থেকে কার্ডটি বের করে পাম্প বন্ধ করে। এই পদ্ধতিতে কৃষকগণ পরিমিত ব্যয়ে সেচ প্রদান করে থাকে এবং সেচের পানির অপচয়ও হয় না। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত সকল গভীর নলকূপ ও এলএলপি প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে কর্তৃপক্ষের ৬২তম বোর্ড সভায় **"বিএমডিএ সেচ নীতিমালা-২০০৮"** অনুমোদিত হয়।

সেচের পানি বিতরণ ব্যবস্থাঃ

সেচের পানির অপচয় রোধ ও কৃষি জমি সাশ্রয়ের লক্ষে ২০০০ সাল হতে সেচের জন্য ভূ-পরিস্থ সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদানের কার্য্যক্রম শুরু করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমান হলেও বর্তমানে বিএমডিএ'র শতভাগ সেচযন্ত্রে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩৯৩১.৩৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৩০ শতাংশ ভূ-গভস্থ পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানোর জন্য ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহারঃ

সংস্কারের অভাবে নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় অত্র অঞ্চলের কৃষি কাজ মূলত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য বিএমডিএ বর্তমানে সেচকাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর ব্যাপক কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে মোট ৩৭১২ টি পুকুর, ২২০১ কি.মি. খাল এবং বেশ কিছু বড় দিঘী খনন করা হয়েছে। খননকৃত খালে পানি সংরক্ষনের জন্য ৭৪৯ টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে একটি রাবারড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। রাবারড্যাম নির্মাণের ফলে আসে পাশের খালগুলোতে পানি সংরক্ষণ করে প্রায় ২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সেচ কার্য্যক্রমে নদীর পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীর বিভিন্ন স্থানে মোট ১১ টি পন্টুন স্থাপনপূর্বক পাম্পের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী খালে পানি স্থানান্তর করে ডাবল লিফ্টিং পদ্ধতিতে বছর ব্যাপি সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সেচ কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও নদীর পাড়ে ৬৯৬ টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুতের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে সেচ পাম্পে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২৩৯ টি সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

পাতকুয়া খনন ও ব্যবহারঃ

উঁচু বরেন্দ্র ভূমির যে সমস্ত এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস এ্যাকুইফার এবং ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস কোনোটাই পাওয়া যায় না। খাবার পানির তীব্র সংকট, গৃহস্থালীর কাজসহ শাক সব্জির আবাদ করাও সম্ভব হয় না। সেই সমস্ত এলাকায় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাতকুয়া খনন করা হচ্ছে। ফানেল আকৃতির কাঠামোতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে বৃষ্টির পানি পাতকুয়াতে সংগ্রহপূর্বক সোলার পাম্পের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর ফলে পাতকুয়ার অনাবাদী জমিতে শাক সব্জিসহ বিভিন্ন ধরণের কম পানি ব্যবহারকারী অন্যান্য ফসলের (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া, ভুট্টা ইত্যাদি) চাষাবাদ করা হয়। পাশাপাশি খাবার পানি, গৃহস্থালী ও নানা কাজে এ পানি ব্যবহার করে আসছে। এ পর্যন্ত ৬০৭টি পাতকূয়া স্থাপন করে প্রায় ১৯৬০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

গ্রামীণ সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণঃ

কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ১১৪৪ কি.মি. গ্রামীণ পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে অত্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি সাধিত হওয়ায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল যেমন সহজে ঘরে তুলতে পারছেন। তেমনি ফসল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে প্রকৃত নগদ মূল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া নির্মিত সড়কের পাশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলে খাবার পানির অত্যন্ত দূষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। এলাকার জনগণ পূর্বে পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিলের পানি খাবারসহ গৃহস্থালীর নানা কাজে ব্যবহার করতো। এতে করে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হতো। বিএমডিএ'র গভীর নলকূপ চালু হলে জনগণ গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতো। এ প্রেক্ষিতে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ পানীয় জলের সংকট নিরসনে গ্রামের সন্নিকটবর্তী গভীর নলকূপের সাথে একটি ২৫০০ লি. ধারণক্ষমতার ট্যাংক নির্মান করে পাইপের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৫৭৯ টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মান করে প্রায় ৩ লক্ষ পরিবার নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃক্ষ রোপণঃ

মরুপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন ও মরুময়তা রোধ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনায়নের লক্ষ্যে রাস্তার ধারে, পুকুর পারে খালের পাড়ে ও অন্যান্য সরকারী খাস জায়গায় বৃক্ষরোপন করা হয়ে থাকে। এই প্রোগ্রামের আওতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ পর্যন্ত ২.৬৩ কোটি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ

উন্নত বীজ মানেই অধিক ফলন। অর্থাৎ ভালো ফসলের জন্য চাই ভালো বীজ। সময়মত ও মানসম্মত বীজের অভাবে বরেন্দ্র এলাকার কৃষক একসময় উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্থ হতো। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এখন চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদন করে কৃষকের মাধ্যমে সরবরাহ করছে ফলে কৃষক উপকৃত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদন ভালো হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬২০০ মে. টন বীজ উৎপাদন করে কৃষকগণের সাথে সরবরাহ করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর ৫০০ মে. টন বীজ উৎপাদন করে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কৃষক প্রশিক্ষণঃ

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষাবাদের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫২৮৭৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জনবলঃ

প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	# কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮১১ জন জনবল রয়েছে। ১ম শ্রেণী-১০৩, ২য় শ্রেণী-১৫৭, ৩য় শ্রেণী-৪৪৩ এবং ৪র্থ শ্রেণী-১০৮ জন কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
১	গ্রেড-১	--	১	--	
২	গ্রেড-২	--	--	--	
৩	গ্রেড-৩	--	৩	--	
৪	গ্রেড-৪	--	৭	--	
৫	গ্রেড-৫	--	২৪	--	
৬	গ্রেড-৬	--	১	--	
৭	গ্রেড-৭	--	--	--	
৮	গ্রেড-৮	--	--	--	
৯	গ্রেড-৯	--	৬৭	--	
১০	গ্রেড-১০	--	১৫৭	--	
১১	গ্রেড-১১	--	৬৯	--	
১২	গ্রেড-১২	--	৮৯	--	
১৩	গ্রেড-১৩	--	৩০	--	
১৪	গ্রেড-১৪	--	২৪৮	--	
১৫	গ্রেড-১৫	--	--	--	
১৬	গ্রেড-১৬	--	১	--	
১৭	গ্রেড-১৭	--	--	--	
১৮	গ্রেড-১৮	--	--	--	
১৯	গ্রেড-১৯	--	১১৪	--	
২০	গ্রেড-২০	--	--	--	
	মোট=	--	৮১১	--	

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন জনবল কাঠামো নেই। ১৯১১ জনের সমন্বয়ে একটি জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে জনবল কাঠামোটির যাচাই বাছায়ের কাজ চলমান রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে জনবল কাঠামোটি জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০২৯ হকে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলার সদর, নলডাংগা, বাগাতিপাড়া, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, গুরুদাসপুর (৭টি) উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২০ আগষ্ট, ২০১৯।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ১৭৫৫৭.৫২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

ক) খাস মজা খাল পুনঃ খননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সেচ কাজে ব্যবহার, ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসকরণ ও রিচার্জ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরন।

খ) ৪৪৭ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি উপযোগীকরন।

গ) সৌরশক্তি চালিত এলএলপি স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কাজে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিদ্যুতের উপর চাপ হ্রাস করা।

ঘ) পাতকূয়া খননের মাধ্যমে খরা সহিষ্ণু ও কম পানি গ্রাহী ফসল (পেঁয়াজ, রসুন, শশা, বেগুন, শিম, লাউ, কুমড়া, ছোলা, বাঙ্গি ও শাক-সব্জি) উৎপাদন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিমাত্রা ব্যবহার সীমিতকরন।

ঙ) ৭২৫৭ হেক্টর জমিতে স্বল্প খরচে পরিকল্পিত ও পরিমিত সেচ প্রদানের মাধ্যমে ৩০৮১৬ মেঃ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন।

চ) ১.৫০ লক্ষ ফলদ ও ঔষধি চারা রোপণের মাধ্যমে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি, পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি ও পরিবেশের উন্নয়নসাধনে সহায়তাকরন।

ছ) আধুনিক কৃষি, সেচ অবকাঠামো, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিস্থ পানির পরিমিত ব্যবহারের উপর ৬০০ জন আদর্শ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১।	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	৬০০	৭.৫৬	৪০০	৫.০০	২০০	১.৫০				
২।	ঘ) প্রি-পেইড মিটার (টি)	৬০	৩৬.০০	৪০	২৩.৪০	১০	৬.০০			৪০	২৩.৪০
৩।	বৃক্ষরোপণ (ফলজ, বনজ ও ঔষধি) (টি)	১৫০০০০	২০০.০০	১০২০০০	১৩৬.০০	২৮৫০০	৩৮.০০	২৮৫০০	৩৫.০০	১৩০৫০০	১৭১.০০
৪।	ক) ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	৩০	১২৭৮.৬০	১৬	৬৮৬.২০	৫	২০০.০০			১৬	৬৮৬.২০
	খ) ক্যাটেলক্রস কালভার্ট ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশননালা নির্মাণ (টি)	৬০	৭৮.০০	৪২	৫৪.৬০	১১	১৪.০০			৪২	৫৪.৬০
৫।	ক) এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (টি)	৬০	২৪০.০০	৩৯	১৫৬.০০	১৩	৫০.০০	৮	৩০.২৫	৪৭	১৮৬.২৫
	খ) ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন সম্প্রসারণ (৬১০মিটার) (টি)	১০০	২৪৪.০০	৭০	১৭০.৯০	২৫	৬০.০০	২৫	৫০.২৫	৯৫	২২১.১৫
	গ) পাতকূয়ার পাইপ লাইন নির্মান (৩৬০মিঃ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট) (টি)	৫০	৬৫.০০	৩২	৩৯.৯৫	৯	১২.০০	৯	১০.৫০	৪১	৫০.৪৫
	ঘ) খাল/খাড়ী পূনঃখনন (কি.মি.)	১৫৫	১০৭৪০.১০	৪৯	৩১৭৮.৬০	৩৯	২৫৩৭.০০	৩৩.২৫	৬০৩.৪৫	৮২.২৫	৩৭৮২.০৫
	ঙ) পাতকূয়া খনন (১২০-১৩০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন) (টি)	৫০	২৭৫.০০	৩২	১৭৬.০০	৯	৬০.০০	৯	৫২.৫০	৪১	২২৮.৫০
৬।	ক) জলাবদ্ধতা দূরীকরনে পানি নিস্কাশন লাইন নির্মাণ (মি.)	২৫০০	১১.২৫	১৩৯৫	৬.৩০	৪৪৫	২.০০	৪৪৫		১৮৪০	৬.৩০
	খ) ১২ ইঞ্চি সিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (মি.)	৪২০০	২৯.৪০	২৮৬০	২০.০০	৭১৫	৫.০০			২৮৬০	২০.০০
৭।	ক) বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (টি)	২০	৮.০০	১৪	৫.৬০	৫	২.০০	৩		১৭	৫.৬০
	খ) বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার স্থাপন ও কমিশনিং (টি)	২০	৫.০০	১৫	৪.০০	২	০.৫০	২		১৭	৪.০০
	গ) বিদ্যুৎ চালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন/কমিশনিং (টি)	২০	৪.০০	১৭	৩.৩৮	৩	০.৫০			১৭	৩.৩৮

প্রকল্পের নাম : পুকুর পুনঃ খনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, তানোর, পবা, মোহনপুর, বাগমারা, দূর্গাপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল। নওগাঁ জেলার বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, রানীনগর, আত্রাই, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার, পোরশা। বগুড়া জেলার গাবতলী, শাজাহানপুর, ধুপচাচিয়া, কাহালু, আদমদিঘী, শিবগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা এবং নাটোর জেলার নাটোর সদর, নলডাংগা, বাগাতিপাড়া, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, গুরুদাসপুর। মোট-৪৩টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৭/০৮/২০১৯ (একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ১২৮১৮.৭৫ (জিওবি)।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

ক) সরকারী খাস মজা পুকুর/দিঘী পুনঃখনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণে সহায়তা ও বহুমুখী কাজে ব্যবহারোপযোগী করণ।

খ) বৃষ্টির পানি/ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০৫৮ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ১৮৩৪৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন ।

গ) পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ১০৮৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন।

ঘ) সোলার পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কাজে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

ঙ) বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

চ) প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	পুকুর পুনঃ খনন (টি)	৭১৫	৮০০৮	৪৭৪	৩৮৩১.৫০	২৩০	৩৪০১	১০৮	১৩৩০.৪৮	৫৮২	৫১৬১.৮৯
২	দিঘী পুনঃ খনন (টি)	১০	৬০১.২৫	৬	৩০০	৪	১৩০			৬	৩০০
৩	সৌরশক্তি চালিত এলএলপি স্থাপন (টি)	৮৫	১৫৩০	৫০	৯০০	২৫	৪৫০	৩	৫৪	৫৩	৯৫৪
৪	ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	৮০	৩২০	৪৮	১৯২	২৫	১০০	৫	১৭.৫০	৫৩	২০৯.৫০
৫	ফিতা পাইপ সংগ্রহ (মিটার)	৯০০০	১৮	৯০০০	৯০০০					১৮	৯০০০
৬	প্রি-পেইড মিটার সংগ্রহ (টি)	৮৫	৪২.৫০	৮৫	৪২.৫০					৮৫	৪২.৫০
৭	বৃক্ষরোপন (লক্ষ)	১.৫০	২০০	০.৭৫	৮০	৩৭৫০০	৫০	৩৭৫০০	৫.০০	১১.২৫	৮৫
৮	২৫ বছরের বেশী সময় পূর্বে নির্মিত জোনাল অফিস ভবন মেরামত (টি)	১০	১০০	১০	১০০					১০	১০০

প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : অক্টোবর/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের রংপুর জেলার রংপুর সদর, পীরগাছা, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ, গংগাচড়া। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রাজীবপুর, রৌমারী। নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ। গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর, পলাশবাড়ি, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা। লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম মোট-৩৫টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯/১০/২০১৯ (একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ২৫০৫৬.৬৩ (জিওবি)।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

ক) ২৩০ কিঃ মিঃ খাল, ১১৮ টি পুকুর ও ১১ টি বিল পুনঃ খনন পূর্বক ভূ-উপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ এবং সেচ কাজে ব্যবহার করা;

খ) জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ৩৫০ হেক্টর জমি কৃষি উপযোগী করণ করা;

গ) ১০২৫০ হেক্টর জমিতে পরিকল্পিত ও পরিমিত সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বছরে ৮৩৪০০ মেঃটন ফসল উৎপাদন করা;

ঘ) ১৩০ টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা;

ঙ) সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌর শক্তির ব্যবহার এবং বিদ্যুতের উপর চাপ হ্রাস করণ;

চ) ৫০ টি সৌর শক্তি চালিত পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প পানি গ্রাহী ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ছ) ২.৩০ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ঔষধী চারা রোপন করে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	খাল পুনঃখনন (কি.মি.)	২৩০	৫২০	৫৭	১৬৯.৯৯	৪০	১৬০	১২	৪৫	৬৯	২৪১.৯৯
২	বিল পুনঃখনন (টি)	১১	২২২২.৯৯	২	২২১	৩	৭৫০.৪৭	১	১৫০	৩	৩৭১
৩	পুকুর পুনঃখনন (টি)	১১৮	৩৯৪৬.৭১	২০	৩৭৩	৩০	৬০০	৪	১২৩.৯৪	২৪	৪৯৬.৯৪
৪	বিদ্যুৎচালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও কমিশন (টি)	১০০	২০	৩০	৭.০০	৩০	৫	১৫	২.৫০	৪৫	৯.৫০
৫	সৌরশক্তি চালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও কমিশন (টি)	৩০	৯০০	২৭	৮১৫.৬৮	৩	৮৪.৩২	১	৩০	২৮	৮৪৫.৬৮
৬	বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (কি.মি.)	১৩০	৫২০	৫৭	১৯৬.৯৯	৪০	১৬০	১২	৪৫	৬৯	২৪১.৯৯
৭	সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া খনন ও পাম্প স্থাপন (টি)	৫০	৩৪০	৩৪	২৩১	১৬	১০৯	৩	৩৫	৩৭	২৬৬
৮	ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	২০	৫৭৬	৩	৭৪	৫	১৫০	১	৪০	৪	১১৪
৯	সাবমার্জড ওয়্যার (ক্রস ড্যাম) নির্মাণ (টি)	১০	৭৫০	১	১০০	৫	৩৭৫	১	১০০	২	২০০
১০	বৃক্ষরোপন (লক্ষ)	২.৩০	৩০০	০.৯৮	৯০	০.৫০	৭৫	০.৫০	৩০	১.৪০	১২০
১১	ভূমি অধিগ্রহণ (একর)	১	১২০০	০.৬৬	৫৭৮.৬৩	০.৩৪	৬২১.৩৭			০.৬৬	৫৭৮.৬৩
১২	অফিস ভবন নির্মাণ-(টি) (বিভাগীয়-১টি, রিজিওনাল-১টি, জোনাল-৮টি)।	১০	১২৩০	৫	৩৯০	৫	৮৪০	১	১০৩.৫৫	৬	৪৯৩.৫৫
১৩	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১১২৫	১৫.৮০	৭৭৫	১০.৫৪	২৭৫	৩.৭২	২৭৫	৩.৭২	১০৫০	১৪.২৬

প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : অক্টোবর/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের রংপুর জেলার রংপুর সদর, পীরগাছা, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ, গংগাচড়া। কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রাজীবপুর, রৌমারী। নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ। গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর, পলাশবাড়ি, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা। লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম মোট-৩৫টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯/১০/২০১৯ (একনেক কর্তৃক অনুমোদিত)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ২৫০৫৬.৬৩ (জিওবি)।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

ক) ২৩০ কিঃ মিঃ খাল, ১১৮ টি পুকুর ও ১১ টি বিল পুনঃ খনন পূর্বক ভূ-উপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ এবং সেচ কাজে ব্যবহার করা;

খ) জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ৩৫০ হেক্টর জমি কৃষি উপযোগী করণ করা;

গ) ১০২৫০ হেক্টর জমিতে পরিকল্পিত ও পরিমিত সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বছরে ৮৩৪০০ মেঃটন ফসল উৎপাদন করা;

ঘ) ১৩০ টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা;

ঙ) সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌর শক্তির ব্যবহার এবং বিদ্যুতের উপর চাপ হ্রাস করণ;

চ) ৫০ টি সৌর শক্তি চালিত পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প পানি গ্রাহী ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ছ) ২.৩০ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ঔষধী চারা রোপন করে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	খাল পুনঃখনন (কি.মি.)	২৩০	৫২০	৫৭	১৬৯.৯৯	৪০	১৬০	১২	৪৫	৬৯	২৪১.৯৯
২	বিল পুনঃখনন (টি)	১১	২২২২.৯৯	২	২২১	৩	৭৫০.৪৭	১	১৫০	৩	৩৭১
৩	পুকুর পুনঃখনন (টি)	১১৮	৩৯৪৬.৭১	২০	৩৭৩	৩০	৬০০	৪	১২৩.৯৪	২৪	৪৯৬.৯৪
৪	বিদ্যুৎ চালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও কমিশন (টি)	১০০	২০	৩০	৭.০০	৩০	৫	১৫	২.৫০	৪৫	৯.৫০
৫	সৌরশক্তি চালিত ২-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও কমিশন (টি)	৩০	৯০০	২৭	৮১৫.৬৮	৩	৮৪.৩২	১	৩০	২৮	৮৪৫.৬৮
৬	বিদ্যুৎ/সৌরশক্তি চালিত এলএলপি'র জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (কি.মি.)	১৩০	৫২০	৫৭	১৯৬.৯৯	৪০	১৬০	১২	৪৫	৬৯	২৪১.৯৯
৭	সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া খনন ও পাম্প স্থাপন (টি)	৫০	৩৪০	৩৪	২৩১	১৬	১০৯	৩	৩৫	৩৭	২৬৬
৮	ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	২০	৫৭৬	৩	৭৪	৫	১৫০	১	৪০	৪	১১৪
৯	সাবমার্জড ওয়্যার (ক্রস ড্যাম) নির্মাণ (টি)	১০	৭৫০	১	১০০	৫	৩৭৫	১	১০০	২	২০০
১০	বৃক্ষরোপন (লক্ষ)	২.৩০	৩০০	০.৯৮	৯০	০.৫০	৭৫	০.৫০	৩০	১.৪০	১২০
১১	ভূমি অধিগ্রহণ (একর)	১	১২০০	০.৬৬	৫৭৮.৬৩	০.৩৪	৬২১.৩৭			০.৬৬	৫৭৮.৬৩
১২	অফিস ভবন নির্মাণ-(টি) (বিভাগীয়-১টি, রিজিওনাল-১টি, জোনাল-৮টি)।	১০	১২৩০	৫	৩৯০	৫	৮৪০	১	১০৩.৫৫	৬	৪৯৩.৫৫
১৩	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১১২৫	১৫.৮০	৭৭৫	১০.৫৪	২৭৫	৩.৭২	২৭৫	৩.৭২	১০৫০	১৪.২৬

প্রকল্পের নাম : ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : ১ অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, কালাই, ক্ষেতলাল ও আক্কেলপুর। ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশংকৈল ও হরিপুর। দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, বিরল, খারসামা, পার্বতীপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট। পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া ও আটোয়ারী মোট-২৮টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ০৮/০২/২০২১ (প্রশাসনিক) এবং ২০/১০/২০২০ (একনেক)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ২৫১১৪.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি)

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

১) প্রকল্প এলাকার সেচ বহির্ভূত জমি সেচের আওতায় নিয়ে আসা।

২) বৃষ্টির পানি তথা ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানির আধার তৈরী করে সেচ সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। সে লক্ষ্যে-

ক) ২০০ কিঃ মিঃ খাল ও ৬০টি জলাধার পুনঃ খনন এবং খালের আড়াআড়ি ২৫টি সাবমার্জডওয়্যার নির্মাণেল মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির আধার তৈরী, ১৬৫টি সৌরশক্তি/বিদ্যুৎ চালিত এল এল পি স্থাপন ও অন্যান্য স্থাপনার মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ২৩৩৪০ হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত/সম্পুরক সেচের মাধ্যমে প্রতি বছর ১.৭৭ লক্ষ মেঃ টণ ফসল উৎপাদন হবে।

খ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ৩০৬ হেক্টর জমি কৃষি উপযোগীকরণ।

গ) ৬০টি পাতকূয়া খনন পূর্বক স্বল্প পানি গ্রাহী ফসল/সবজী উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।

ঘ) সেচকাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচকাজে বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার হ্রাসকরণ।

ঙ) ২ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি, পুষ্টির চাহিদা পুরণ এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

চ) প্রকল্প এলাকায় কৃষক প্রশিক্ষণ ও আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	খাল/খাড়ী পুনঃ খনন (কি.মি.)	২০০	৪২০০	৩০	৬২৮.০৬	৬০	১২৫২.৪৭			৩০	৬২৮.০৬
২	জলাধার পুনঃ খনন (টি)	৬০	৯২৩.৭৯	৫	৩২.৭৭	২০	৩০৭.৯৩			৫	৩২.৭৭
৩	সাবমার্জডওয়্যার নির্মাণ (টি)	২৫	১৪৬৯.৭৫			১০	৫৮৭.৯০				
৪	পানি নিস্কাশন নালা নির্মাণ (কি.মি.)	২.৫০	১৮.৭৫			২.৫০	৮১.৭৫				
৫	২৫০ মি.মি. ডায়া ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (টি)	১৪০	৬৩০	৩০	১৩৩.০২	৬০	২৭০	৩০	৯০	৬০	২২৩.০২
৬	২০০ মি.মি. ডায়া ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (টি)	২৫	৬২.৫০								
৭	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ (৫৯০ মি. করে) (টি)	১০০০	২৫০০	৩৩০	৭৬১.৪৬	৪০০	১০০০	৩০	৭০	৩৬০	৮৩১.৪৬
৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাসহ সোলার পাতকূয়া খনন (টি)	৬০	৮১০	১৩	১৪০	২০	২৭০			১৩	১৪০
৯	ফলদ ও ঔষধি চারা রোপণ (টি)	২০০০০০	২৬০	৫৬০০	৩.৫০	৭৫০০০	৬৭.২০	৭৫০০০		৮০৬০০	৩.৫০
১০	রাইজার ভাল্ব সংগ্রহ (টি)	৯০০০	২৫৩	৪২১৫	১১৮.৬৫	৪০০০	১১২.৪৪	৩২৫০	৯০.৪৬	৭৪৬৫	২০৯.১১
১১	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১৫০০	২০.০০	৮০০	১০.৬৭	৫০০	৬.৬৭	১০০	১.৩২	৯০০	১১.৯৯
১২	জোনাল অফিস ভবন; গোডাউন কাম জোনাল অফিস ভবন (টি)	৪; ৫	৭৩৫.০০	১; ০	৯.০০	৩; ২	২৭৫.০০			১; ০	৯.০০

প্রকল্পের নাম : সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : **রাজশাহী বিভাগের** রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, তানোর, পবা, মোহনপুর, বাগমারা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট উপজেলা; চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট উপজেলা; নওগাঁ জেলার নওগাঁ, রাণীনগর, আত্রাই, বদলগাছি, মান্দা, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর,পত্নীতলা, ধামুইরহাট, সাপাহার, পোরশা উপজেলা; নাটোর জেলার নাটোর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, লালপুর, বাগাতিপাড়া, সিংড়া উপজেলা; বগুড়া জেলার বগুড়া, আদমদিঘি, দুঁপচাচিয়া, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দিগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শিবগঞ্জ, শাজাহানপুর, সোনাতলা উপজেলা; জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, কালাই, ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর উপজেলা; পাবনা জেলার পাবনা, আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, ভাংগুরা, ফরিদপুর, বেড়া, সার্থিয়া, সুজানগর উপজেলা;
সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, কামারখন্দ উপজেলা;
রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার রংপুর, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ উপজেলা; নীলফামারী জেলার নীলফামারী, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ উপজেলা; কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট উপজেলা; ললমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম উপজেলা; গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি উপজেলা; দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর, বীরগঞ্জ, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, বিরল, খানসামা, পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট উপজেলা; ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, বারিয়াডাঙ্গী, রাণীসংকৈল, হরিপুর উপজেলা;
পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড়, বোদা, তেতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী উপজেলা; মোট-১৬টি জেলার ১২০টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ০৭/১২/২০২১ (একনেক) এবং ২২/০২/২০২২ (প্রশাসনিক)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ৩২২৯৮.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

ক) পুরাতন ৬৬৫৪ টি সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা অব্যহত রাখা;

খ) ৪০৭৪০ হেক্টর জমি সেচ কার্যক্রম নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বছরে ৩.২৬ লক্ষ মে: টন ফসল উৎপাদন করা;

গ) সেচনালা মেরামত/সংস্কারের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করা;

ঘ) সেচ যন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) কৃষি কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৫৪ হাজার জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১।	পুরাতন গভীর নলকুপ পূনঃখনন, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও কমিশনিং (টি)	১৩৫৮	৭৮০৮.৫০			২৫০	১৪৩৭.৫০				
২।	পুরাতন ব্যবহার অযোগ্য পাম্পহাউজ পুনঃনির্মাণ (টি)	২৩০৯	৪০৪০.৭৫			৪০০	৭০০.০০				
৩।	পুরাতন পাম্প হাউজ মেরামত (টি)	২৯৮৭	২৪৮০.১২			৮০০	৬৬৪.০০				
৪।	বিদ্যুৎ লাইন পুনঃসংযোগ (টি)	১৩৫৮	৪০৭.৪০			২৫০	৭৫.০০				
৫।	রাইজার ভাল্ব স্থাপন ও আউটলেট মেরামত (টি)	৩৬৭৮৯	৯১৯.৭৩			১০৫৭০	২৬৪.২০				
৬।	বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত (টি)	৩০০	১৫০.০০			১৮০	৮০.০০				

প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধী ফসল চাষাবাদজনপ্রিয়করণ প্রকল্প।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : **রাজশাহী বিভাগের** রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী, তানোর ও পবা উপজেলা;
চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও নাচোল উপজেলা; নওগাঁ জেলার নওগাঁ, নিয়ামতপুর, বদলগাছি, মহাদেবপুর, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা উপজেলা; মোট-৩টি জেলার ১৩টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ০৯/১১/২০২০ (পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক)।

প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় : ১৭৩৩.৮২ লক্ষ টাকা (জিওবি)

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

ক) বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষকের ব্যক্তিগত জমিতে অথবা বাড়ীর আশে পাশে উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসলের বাগান সৃজনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে চারা/বীজ বিতরণ;

খ) বরেন্দ্র অঞ্চলে উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসলের প্রদর্শনী খামার স্থাপন;

গ) কৃষক/কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উচ্চমূল্য ফলদ ও ঔষধি চারা উৎপাদন, রোপন ইত্যাদি কলা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী			জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্র		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০২২)	
	প্রধান কার্যক্রম	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১।	চারা ক্রয় (টি)	৪১৫০০০	৭৬৯.৭৫	১৩৮৬২৮	২০৭.২৫	১২৫০০০	২৬২.১৩	৩২৪০০	৪৮.৫৫	১৭১০২৮	২৫৫.৮০
২।	বীজ ক্রয় (কেজি)	২০০০	১১.৩০	৮০২	৭.২৫	৪০০	১.৩৫	২৮৩.০৫	০.৫৬	১০৮৫.০৫	৭.৮১
৩।	প্রদর্শণী খামার স্থাপন (টি)	৫২	১৬০.০০	২৬	৪০.২৫	১৩	৬৫.০০	৮	৪০.০০	৩৪	৮০.২৫
৪।	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১৫০০	২৫.০০	৬০০	১০.০০	৩০০	৫.০০	৩০	০.৫০	৬৩০	১০.৫০
৫।	কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ (জন)	৩১০	১১.০০	১৮০	৬.০৯	৪০	১.৮২			১৮০	৬.০৯

৭। ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও বালাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ) :

প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ৪১.২২ লক্ষ টাকা প্রক্কলিত ব্যায়ে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও পুঠিয়া উপজেলা; চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং নওগাঁ জেলার সদর, ধামুইরহাট, পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় আগষ্ট, ২০২২ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১২০০ মিটার ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়, ৮টি আউটলেট স্ট্রাকচার নির্মাণ ও ৪২০টি ব্যবহারকারী কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বরেন্দ্র অঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি/জলাশয় পুণঃখননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান প্রকল্প :

প্রকল্পটি (ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায়) ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে জুন,২০২১ মেয়াদে ৪১.২২ লক্ষ টাকা প্রক্কলিত ব্যায়ে রাজশাহী বিভাগের পোরশা ও পত্নীতলা উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পানির পরিমান ভিত্তিক সেচ চার্জ, স্মার্ট কার্ড, AWD প্রযুক্তি, পানি সরবরাহ দক্ষতা, কমিউনিটি ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিএমডিএ ও বিএডিসি এর গভীর নলকূপ এলাকায় সেচে ব্যবহৃত পানির সাশ্রয়, দক্ষতা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।